



অনশনকারী শিক্ষকদের

অবস্থা—

[[সংক্ষিপ্ত পাঠ্য]]

আমরণ অনশনরত রমনা রেলওয়ে
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনি শংকর
হাসদারের শারীরিক অবস্থার আরো
অবনতি ঘটেছে।

এদিকে অনশনকারী শিক্ষক নুরুল
ইসলাম, সুলতান আহমদ ও দস্তুরী মোঃ
কোরবান আলীর অবস্থাও আশংকাজনক।
স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ না করে স্থল
উচ্ছেদের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-
শিক্ষিকা, অভিভাবক ও কর্মচারীরা গত
১লা আগস্ট থেকে আমরণ অনশন শুরু
করেছে। গতকাল মঙ্গলবার ছিল অনশনের
৮ম দিন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ
অনশন অব্যাহত থাকবে বলে স্থল
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের
নেতৃবৃন্দ অনশনকারীদের সাথে মিলিত
হয়ে তাদের দাবী মেয়ে নেয়ার জন্য
শেষ পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে

অনশনকারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।
মহিলা পরিষদ স্থল উচ্ছেদ করার ঘটনায়
উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, সরকারের
এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া যায় না। বেশ
কয়েকদিন ধরে অনশন করে আসা
ছাত্রছাত্রীসহ অন্যদের সাথে সরকারের
আচরণ প্রমাণ করে, এই সরকার শিক্ষা
বিস্তারের ক্ষেত্রে একেবারেই উদাসীন।

এছাড়াও ডেমোক্রেটিক পার্টি, ঢাকা
মহানগরী ওয়ুথ দোকান কর্মচারী
ইউনিয়নের সভাপতি মীর হাসান রেজা
(বাবুল) ও সাধারণ সম্পাদক জাকির
হোসেন, প্রগতিশীল মানবতাবাদী
একাজোটের সভাপতি আনোয়ার হোসেন
খান, সহ-সভাপতি জালাল মাহামুদ,
সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান,
মহানগরী শাখার সভাপতি দীল
মোহাম্মদ মিয়া ও গণছায়া রমনা
রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের
দাবীকে মেনে নেয়ার দাবী জানিয়েছেন।